ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

এক যুগ পর জুটি বাঁধবেন শাহরুখ-ফারহা

পৃঃ ৫

ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফর: দল ঘোষণা ভারতের, বাদ পড়লেন পূজারা

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ১৭৯ ● কলকাতা ● ১৪ আষাঢ়, ১৪৩০ ● শুক্রবার ● ৩০ জুন, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

কপ্টার দুর্ঘটনার পর

কেমন আছেন মুখ্যমন্ত্রী?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দিন দুই আগে পঞ্চায়েত ভোটের প্রচার সেরে উত্তরবঙ্গ থেকে আকাশপথে কলকাতা ফেরার পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিল মুখ্যমন্ত্রীর কপ্টার। বড় বিপদ এড়াতে সেবক সেনাছাউনিতে জরুরি অবতরণ করানো হয় তাঁর কপ্টারটি। দুই অভিজ্ঞ পাইলট নিজেদের দক্ষতায় নিরাপদে অবতরণ করান। এদিন হাসপাতালের তরফে দেওয়া মুখ্যমন্ত্রীর স্বাস্থ্য সংক্রান্ত রিপোর্টে তাঁকে লম্বা সফরে না যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বিশ্রামে থাকতে বলেছেন চিকিৎসকরা। সঙ্গে ফিজিওথেরাপি আর সাবধানে চলাফেরা করতে হবে তাঁকে। উল্লেখ্য, একুশের বিধানসভা নির্বাচনের আগেও মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচনী প্রচারে নন্দীগ্রামে গিয়ে বিরুলিয়া বাজারে পায়ে আঘাত পান। প্লাস্টার হয়, হুইলচেয়ারে চলাফেরা করতে হয়েছিল তাঁকে। সেই অবস্থাতেই প্রচার করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে এবার তাঁকে বেশি ঘোরাফেরা করতে বারণ করা হয়েছে। আর তাই পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে জেলায় প্রচারে আদৌ তিনি যাবেন কি না, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে।তবে ভয়ংকর দুলুনির চোটে মুখ্যমন্ত্রীর কোমরে, পায়ে চোট লাগে। তিনি কলকাতা ফিরেই এসএসকেএম হাসপাতালে স্বাস্থ্যপরীক্ষা করান। তারপর ফিরে যান বাড়িতে। সেই দুর্ঘটনা নিয়ে এবার মুখ খুললেন স্বয়ং মমতা

এরপর ৩ পাতায়

পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগেই বিজয় উৎসব ঘোষণা,

২১ জুলাই নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত জানাল তৃণমূল কংগ্রেস

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ২১জুলাই। তৃণমূল কংগ্রেসের বিশেষ দিন। এই বিশেষ দিনটি তাঁরা শহিদ দিবস হিসেবে উদযাপন করে থাকেন। শহিদ দিবস নিয়ে এবার আগে থেকেই বড় ঘোষণা করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। পঞ্চায়েত ভোট হওয়ার আগেই শহিদ দিবসের দিন বিজয় উতসব পালনের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। সূত্রের খবর ২১ জুলাইয়ের মঞ্চ থেকেই দিল্লি চলোর ডাক দেবেন তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রচারে গিয়ে বারবারই ২০২৪-র লড়াইয়ের সুর শোনা যাচ্ছে তাঁর মুখে। বারবারই মোদী সরকারের মেয়াদ শেষ হয়ে এসেছে বলে বার্তা দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কাজেই ২১ জুলাইয়ের মঞ্চ শহিদ স্মরণ হয় না বিজয় উতসব হয় সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে রাজনৈতিক মহল। তবে এবারের ২১ জুলাইয়ের গুরুত্বযে একেবারেই আলাদা সেটা আগে থেকেই আঁচ করা যাচ্ছে।সেখানে ২১ জুলাই বিজয় দিবস পালনের কথা বলা হয়েছে। দুপুর ১২টা ধর্মতলায় বিজয় উতসব পালন করবে তৃণমূল কংগ্রেস। পঞ্চায়েত ভোটের আগেই বিজয় উৎসবরে ঘোষণা অত্যন্ত তাতপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

পঞ্চায়েত ভোট এখনও হয়নি তার আগেই বিজয় উতসব ঘোষণা করে বসেছে তৃণমূল কংগ্রেস। ২১ জুলাই শহিদ দিবস হিসেবে পালন করে থাকে তৃণমূল কংগ্রেস। সেদিন ধর্মতলায় বিশাল সমাবেশ হয়। এবার এই সমাবেশ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কারণ এবার পঞ্চায়েত ভোটের পরেই হবে সেই সমাবেশ। ৮ জুলাই পঞ্চায়েত ভোট। তারপরে ১১ জুলাই ভোটের ফলাফল ঘোষণা।

ভোটে হওয়ার আগেই নিজেদের জয় নিশ্চিন মনে

এরপর ৩ পাতায়

ইডি তলবের পর দেখা নেই সায়নীর!

'এবার সায়নী অন্তর্ধান রহস্য বেরবে', খোঁচা সুকান্তর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সম্প্রতি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তৃণমূল যুবর সভানেত্রী সায়নী ঘোষকে নোটিশ পাঠিয়েছে ইডি। তারপর থেকে একাধিক কর্মসূচি বাতিল করেছেন তিনি। কোথাও প্রতিক্রিয়াও দেননি। সেই ইস্যুতে সায়নী ঘোষকে নিশানা করলেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি। বললেন, 'এরপর সিনেমা বেরবে সায়নী অন্তর্ধান রহস্য।'কুন্তলের টাকার গাড়ি চড়েন সায়নী ঘোষ, এমনই দাবি সুকান্ত মজুমদারের । তিনি বলেন, 'শুনেছি সায়নী যে গাড়ি চড়েন সেটা কুন্তলের টাকায় কেনা। কিন্তু কেন এরকম একজন অভিযুক্তের টাকায় গাড়ি চড়েন সায়নী, সেটা উনি বলতে পারবেন।' প্রসঙ্গত, আগামিকাল অর্থাত শুক্রবার সকাল ১১ টায় সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরা দেওয়ার কথা সায়নীর। তিনি যান কি না, সেদিকেই নজর সকলের।প্রায় একবছরেরও বেশি সময় ধরে রাজ্য-রাজনীতিতে আলোড়ন ফেলে দিয়েছে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি। একাধিক তাবড় তাবড় তৃণমূল নেতা বর্তমানে এই মামলায় জেলবন্দি। এদিকে তাঁদের জেরা করে রহস্যের শিকড়ে পৌঁছতে চাইছেন তদন্তকারী। নাম জড়াচ্ছে একাধিকজনের। সেই তালিকার নতুন সংযোজন সায়নী ঘোষ। সম্প্রতি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তাঁকে সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরার নির্দেশ দিয়েছে ইডি। অভিযোগ, তারপর থেকেই নাকি কোথাও দেখা মিলছে না সায়নী ঘোষের। বাতিল করেছেন একাধিক কর্মসূচি। সেই প্রসঙ্গেই এবার সায়নীকে বিঁধলেন সুকান্ত। তিনি বলেন, 'উনি বোধ হয় ভয় পেয়েছেন। এরপর সিনেমা বেরবে সায়নী অন্তর্ধান রহস্য।'

আপনি কি বি এড করিতে চান?

ভর্তি চলছে

তাহলে আজই যোগাযোগ করুন নিউজ সারাদিনের স্টাডি সেন্টারে

ভারতবর্ষের সমস্ত রাজ্যের ছাত্রছাত্রীরা আজই যোগাযোগ করতে পারেন।

মোবাইল :৯৫৬৪৩৮২০৩১

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

নিউজ সারাদিন প্রকাশনী থেকে আপনি কি বই প্রকাশ করাতে চান, তাহলে আজই যোগাযোগ করুন

যে কোনো বই প্রকাশ করতে পারেন।

গল্প ● উপন্যাস ● কবিতা ও অন্যান্য

যোগাযোগ : ৯৫৬৪৩৮২০৩১

একটি উন্নততর আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

সরবেড়িয়া আন্-নূর মিশন

রেজিস্টার্ড অফিস : সরবেড়িয়া, পোঃ-এফ.এস. হাট, থানা - ন্যাজাট, জেলা - উঃ ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৩২৯

E-mail : sarberia.annoor.mission@gmail.com ● Website : annoormission.org

প্রতিষ্ঠাতা : মরহুম আলহাজ্ব আব্দুল হামিদ

২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি চলিতেছে

যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীরা ২০২৩ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে তারা অভিভাবক সহ সরাসরি মিশনে এসে Spot Exam এর মাধ্যমে একাদশ শ্রেণিতে কলা ও বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হতে পারবে এবং মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল বের হলে ৭৫ শতাংশ নম্বর বিজ্ঞান বিভাগ ও ৬০ শতাংশ নম্বরে কলা বিভাগে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবে। মেধাবী ও দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে। সত্ত্বর যোগাযোগ করুন।

আসন সংখ্যা সীমিত

Gilr's Hostel

Boy's Hostel

মাধ্যমিক ফলাফল -২০২২

বোর্ড/কাউন্সিল		মোট পরীক্ষার্থী	স্টার	প্রথম বিভাগ	দ্বিতীয় বিভাগ	সর্বোচ্চ প্রাপ্ত নম্বর
WBBSE	ছাত্রী	২৮	০৩	২০	০৫	৫৮১
	ছাত্র	০৯	০৩	০৪	০২	৫৬৬
সর্বমোট		৩৭	০৬	২৪	০৭	

উচ্চমাধ্যমিক ফলাফল -২০২২

বোর্ড/কাউন্সিল		মোট পরীক্ষার্থী	>90 %	90-80 %	স্টার মার্কস	সর্বোচ্চ প্রাপ্ত নম্বর
WBCHSE	ছাত্রী (বিজ্ঞান)	০৮	০১	০৮	০৮	৪৬২
	ছাত্র (বিজ্ঞান)	০৬	০১	০৬	০৬	৪৫৪
WBCHSE	ছাত্রী (কলা)	১৬	০০	১৪	১৬	৪৪১
	ছাত্র (কলা)	০২	০০	০২	০২	৪৪১
সর্বমোট		৩৭	০৬	২৫	৩২	

বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন

97 34 54 95 05 / 95 64 01 19 06

মোস্তাক হোসেন
প্রধান পৃষ্ঠপোষক
কর্ণধার
পতাকা শিল্পগোষ্ঠী

সেখ নুরুল হক
চেয়ারম্যান
অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল
অবসরপ্রাপ্ত আই.এ.এস

জাকির হোসেন মোল্লা
সম্পাদক
সরবেড়িয়া আন্-নূর মিশন
মোঃ - ৯৭৩২ ৫৩১ ১৭১

আবাসিক শিক্ষক চাই
- জীববিদ্যা
- পুষ্টিবিদ্যা
- পদার্থবিদ্যা
- শিক্ষাবিজ্ঞান
- আরবী (এম.এম)

১০০ দিনের কাজের টাকা

পাচ্ছি না কেন? জনতার বিক্ষোভের মুখে ভারতী ঘোষ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পঞ্চায়েত নির্বাচনের দামামা বেজে গিয়েছে। সব ঠিক থাকলে ৮ জুলাই গ্রামবাংলা জুড়ে হবে পঞ্চায়েত নির্বাচন। আর তাই সব রাজনৈতিক দলই প্রচারের ময়দানে নেমে পড়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস নেতা-নেত্রীরা বড় ইস্যু করেছে কেন্দ্রীয় সরকারের আটকে রাখা একশো দিনের কাজের টাকা। বিরোধীরা দুর্নীতি নিয়ে সরব হচ্ছেন।এই ঘটনায় তিনি হতচকিত হয়ে পড়েন। গ্রামের মানুষজন দুর্নীতি নিয়ে ভাবতে নারাজ তা তিনি টের পেয়ে যান। এমনকী প্রাপ্য টাকা না পাওয়া নিয়েই তাঁদের গরজ বেশি সেটা নিজের চোখে দেখতে পান। গ্রামের মহিলারা এমন প্রশ্ন তুলে বিক্ষোভ দেখানোয় অস্বস্তিতে পড়েন ভারতী ঘোষ। দাসপুর বিধানসভা এলাকার চাঁদপুর, কল্মিজোড়, পাইকান, কুঞ্জপুর এবং নানা গ্রামে বিজেপি প্রার্থীদের হয়ে প্রচারে যান বিজেপি নেত্রী। বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র ভারতী ঘোষ দলের টুপি ভোটারদের হাতে তুলে দিতেই চাঁদপুরের এক মহিলা ভোটার ক্ষোভ উগড়ে দিয়ে বলেন, 'আমাদের কাছে ভোট চাইতে এসেছেন? আগে আমাদের জবকার্ডের প্রাপ্য টাকার ব্যবস্থা করুন। রোদে পুড়ে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আমরা ১০০ দিনের কাজ করেছি। সেই টাকা কেন্দ্রীয় সরকার আটকে রেখেছে। ১০০ দিনের কাজের টাকা পাচ্ছি না কেন? এসব প্রশ্নের উত্তর দিন।'আর শাসকদল উন্নয়নকে সামনে রেখে ভোট চাইছেন। এই আবহে ১০০ দিনের কাজের টাকা পাচ্ছি না কেন? বলে প্রশ্ন তুলে বুধবার বিজেপি নেত্রী ভারতী ঘোষকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখালেন।

মনোনয়নের শেষদিনে

তিন-তিনটি প্রাণহানি, প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইলেন আরাবুল-পুত্র

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভাঙড়জুড়ে ভোট-সন্ত্রাস। মনোনয়নের শেষ দিনে তিন-তিনটি প্রাণহানি। ঘটনার ১১ দিন পর ভাঙড়বাসীর কাছে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইলেন আরাবুল-পুত্র হাকিমুল ইসলাম । গত মঙ্গলবার বামনঘাটায় প্রচার সভায় আরাবুলের উপস্থিতিতে হাতজোড় করে হাকিমুল বলেন, ভুল হয়েছে।হাকিমুল ইসলাম আরও বলেন, এখানে কিছু কিছু নেতৃত্ব আছে, অনেক খারাপ বয়বহার হয়ত দুবর্যবহার আপনাদের কাছে করছে। আমরা ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আপনাদের কাছে। মমতা বন্দেয়াপাধয়ায় কিন্তু আপনাদের কাছে কোনও ভুল করেননি। ... আমাদের ভুল হয়ে থাকলে, আপনারা ক্ষমা করে দিন। আপনাদের কাছে আগামী ৫ বছরের জন্য ভোটটাকে ঋণ হিসেবে আপনাদের কাছে চাইছি। ...যদি আপনাদের এলাকার উন্নয়ন না করতে পারি, পরেরবার আপনাদের কাছে ভোট চাইতে আসব না। ক্ষমাপ্রার্থী হাকিমুল ক্ষমা চেয়ে আরাবুল ইসলাম বলেছেন, আমাদের নেত্রীর গায়ে কোনও আঁচড় নেই। অনেকসময় একই বুথে এক মেম্বার ৩-৪ বার হয়েছে। দলীয় নেতৃত্ব হিসেবে ক্ষমা চেয়েছে। সেই জন্যই তো বলেছে দলীয় স্তরের কেউ ভুল করলে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। এখন দেখার, ভাঙড়ে ভোট-যুদ্ধে কারা জয়ী হয়। আমাদের ক্ষমা করে দিয়ে ভোট দিন।আগামী পাঁচ বছর

এরপর ৩ পাতায়

দুবাই একটি অবিস্মরণীয়

ছুটির জন্য পারিবারিক স্বর্গ গন্তব্য

Kolkata, June 28, 2023: নিউজ সারাদিন : যখন একটি স্মরণীয় পারিবারিক ছুটির কথা আসে, তখন দুবাই একটি আদর্শ গন্তব্য হিসাবে চোখের সামনে ভেসে ওঠে, কারণ এটি সমস্ত বয়সের জন্য একটি আনন্দদায়ক শ্রেণীর অভিজ্ঞতা প্রদান করে। সরাসরি ফ্লাইট সংযোগ এবং একটি নিরবচ্ছিন্ন ভিসা প্রক্রিয়া সহ, দুবাই ভারতীয় ভ্রমণকারীদের জন্য সহজেই অ্যাক্সেসযোগ্য, একে দীর্ঘ স্মরণীয়, আকর্ষণীয় দ্রুত পারিবারিক একটি পছন্দ ভ্রমণ হিসাবে তুলে ধরে। দুবাইয়ে স্বল্পকালীন ও দীর্ঘ পারিবারিক ছুটির জন্য কিছু আইকনিক স্থান পরিদর্শন করা আবশ্যক যেমন অ্যাকোয়াভেঞ্চার ওয়াটারপার্ক, সবুজ গ্রহ "জৈব-গম্বুজ", ভবিষ্যতের যাদুঘর মিউজিয়াম অফ ফিউচার, দুবাই পার্ক এন্ড রিসর্ট, এ বাই এ ইউনিভার্স এবং ওয়াইল্ড পেইন্ট হাউস, লেগোল্যান্ড দুবাইতে সপরিবার থাকার জন্য একটি আদর্শ হোটেল।

বিজেপি নাকি তৃণমূল, রাজ্যসভা নির্বাচনে

নওশাদের ভোট কার দিকে? তুঙ্গে জল্পনা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রাজ্যসভা ভোটে দলীয় প্রার্থী জেতানোর জন্য প্রয়োজনীয় বিধায়ক থাকায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপির মধ্যে। কিন্তু সিপিএম-কংগ্রেস ও আইএসএফ জোটের কোনও প্রার্থী না থাকায় নওশাদ সিদ্দিকির ভোট তারা পাবেই বলে বিজেপির একটি সূত্র আশাবাদী।গত বিধানসভা ভোটের সময় বিজেপি নেতারা নওশাদকে ঘুঁটি হিসেবে যে ব্যবহার করেছিলেন তা ফাঁস হওয়া হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাটে প্রমাণিত হয়েছে। ভাঙড়ের ততকালীন আইসিকে সরাতে নওশাদ বার্তা পাঠিয়েছিলেন কৈলাস ও নিত্যানন্দ রাইয়ের পিএ-কে। হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাটে দেখা গিয়েছে কৈলাসের সঙ্গে নওশাদের নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে। বিজেপি সূত্রে খবর, এবারও রাজ্যসভা ভোটের জন্য প্রয়োজনে কৈলাসকে বলা হবে নওশাদের সঙ্গে কথা বলতে। সম্প্রতি নওশাদের নিরাপত্তায় কেন্দ্র সাতজন সিআইএসএফ রক্ষীকে দিয়েছে। ফলে বিজেপির প্রতি নওশাদের কৃতজ্ঞতার ব্যাপারও রয়েছে।কথাবার্তাও নাকি চলছে। বিজেপি সূত্রের খবর, নওশাদের ভোটকে তারা হিসাবের মধ্যেই ধরছে। তবে আইএসএফ সূত্রে এখনও এ খবরের সত্যতা স্বীকার করা হয়নি। তৃণমূল সূত্রের বক্তব্য, যাঁর জোটের প্রার্থী নেই, সেই বিধায়ক ভোট দিতে গেলে ধরেই নিতে হবে তিনি বিজেপিকে ভোট দিতে যাচ্ছেন। কারণ, ইতিমধ্যেই কৈলাস বিজয়বর্গীয় ও নিত্যানন্দ রাইয়ের পিএ'র সঙ্গে নওশাদের হোয়াটস আপ চ্যাট যেমন ফাঁস হয়েছে, তেমনই মোদি সরকারের বাহিনীর নিরাপত্তা নিয়ে ঘুরছেন নওশাদ।

ভরদুপুরে দক্ষিণেশ্বর এলাকায় গুলি চলল,

আহত যুব তৃণমূল নেতা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক উত্তাপ তুঙ্গে। গুলি চালানোর ঘটনা ঘটেছে একাধিক জেলায়। এবার গুলি চলল উত্তর ২৪ পরগনার দক্ষিণেশ্বরের আড়িয়াদহ এলাকায়। অভিযোগ,

এরপর ৩ পাতায়

তৃণমূল বিক্ষুব্ধ তৃণমূলেরই কংগ্রেস ও নির্দল সংঘর্ষে

উত্তপ্ত হয়ে উঠল মালদার ইংরেজবাজারের বাজারের ফুলবাড়িয়া গ্রাম

সানু ইসলাম: নিউজ সারাদিন : তৃণমূল ও তৃণমূলেরই বিক্ষুব্ধ কংগ্রেস ও নির্দল প্রার্থীর কর্মী সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় উত্তপ্ত হয়ে উঠল ইংরেজবাজারের ফুলবাড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের নঘরিয়া গ্রাম। অভিযোগ, বাড়ি ভাঙচুর করে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় একাধিক বাড়িতে। এবারের পঞ্চায়েত ভোটে টিকিট না পেয়ে বিক্ষুব্ধরা নির্দল ও কংগ্রেসের প্রার্থী হন। সে নিয়েই বুধবার রাত থেকে দুদলের মধ্যে গোলমালের ঘটনা ঘটে। বৃহস্পতিবার ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। এ ছাড়া গ্রামে ফৌঁছেছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানেরা। স্থানীয়দের দাবি, গ্রামে পতাকা ফেস্টুন টাঙানো নিয়ে দুপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। ভোটের আগে সবাই তৃণমূলেই ছিলেন। এ বার তৃণমূলের টিকিট না পেয়ে গ্রামের একাংশ কংগ্রেসের প্রার্থী হন। আর তা নিয়ে দুপক্ষের মধ্যে গোলমালের ঘটনা ঘটেছে। পুরো গ্রাম এখন থমথমে রয়েছে।

কে যাবেন রাজ্যসভায়,

কার্যত গৃহযুদ্ধ শুরু বঙ্গ বিজেপিতে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : তিন ধারায় বিভক্ত হয়ে গিয়েছে বঙ্গ বিজেপি, সূত্রে তেমনটাই জানা গিয়েছে। একটি ধারা রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর, একটি ধারা দলের রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের এবং তৃতীয় ধারাটি দলের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের। আবার সুকান্ত গোষ্ঠী চান শমীক ভট্টাচার্যকে। এখন শমীকবাবু রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র। এর পাশাপাশি ভাল সুবক্তা ও কবি হিসাবে নাম রয়েছে তাঁর। কিন্তু তিনি আর যাই হোক হেভিওয়েট নেতা নন। যদিও বিজেপির অতিবড় দুর্দিনেও তিনি রাজ্য বিধানসভায় দলের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন, সেটাও ভোটে জিতে। তবে তাঁকে এল লাফে রাজ্যসভার সাংসদ করে দিতে দলের শীর্ষ নেতাদেরই ভাবতে হচ্ছে দুইবার। দিলীপ গোষ্ঠী যে অনির্বাণকে চাইছে তিনি একুশের ভোটে প্রার্থী হয়ে মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহর কাছে পরাজিত হলেও গেরুয়া শিবিরে তাত্ত্বিক নেতা হিসাবেই তিনি যেমন পরিচিত, তেমনই সংঘ পরিবারের ঘনিষ্ঠ বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গেও তাঁর যথেষ্ট যোগাযোগ রয়েছে। তবে কে প্রার্থী হবেন তা নিয়ে এখন ৩ গোষ্ঠীর লড়াইয়ের মধ্যে শুভেন্দুকে চাপে ফেলতে সুকান্ত ও শুভেন্দু গোষ্ঠীর হাতেহাত মেলাবার খবরও পাওয়া যাচ্ছে। আসলে শুভেন্দু যেভাবে দলে নিজ অনুগামীদের বসিয়ে দিচ্ছেন ও দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব তাতে ছাড়পত্র দিয়ে চলেছে তাতে রীতিমত ক্ষুব্ধ দলের বাকি দুই গোষ্ঠীর নেতারা। এবার তাঁরা কার্যত ঠিকই করের ফেলেছেন শুভেন্দুকে ধাক্কা দিয়ে প্রয়োজনে শমীককেই দলের প্রার্থী হিসাবে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে তুলে ধরতে। কার্যত যেন তেন প্রকারণে হোক তাঁরা শুভেন্দুর যাত্রাভঙ্গ করতে চাইছেন। আর তাতেই বেঁধেছে গৃহযুদ্ধ বঙ্গ বিজেপির অন্দরে। তৃতীয় ধারাটি এখন কার্যত কোনঠাসা দশায় দিন কাটাচ্ছে। কিন্তু সেখানেও দলের আদি নেতা কর্মীদের ভিড়। বাকি দুটি দল কার্যত ছড়ি ঘোরাচ্ছে দলের অন্দরে বাহিরে। সেই ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতেই এখন গৃহযুদ্ধে মেতে উঠেছে ২টি শিবির। নেপথ্যে রাজ্যসভার নির্বাচন। আগামী ২৪ জুলাই বাংলার পূর্ণ সময়ের ৬টি রাজ্যসভার আসনের নির্বাচন এবং ১টি আসনের উপনির্বাচন। বঙ্গ বিজেপি থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে উপনির্বাচনের আসনে কোনও প্রার্থী দেওয়া হবে না। কিন্তু বাকি ৬টির মধ্যে ১টি আসনে দলের প্রার্থীর জয় নিশ্চিত বলে শুধুমাত্র সেই আসনেই প্রার্থী দেওয়া হবে। আর সেই প্রার্থী কে হবেন তা নিয়েই এখন কার্যত গৃহযুদ্ধ বেঁধে গিয়েছে বঙ্গ বিজেপিতে।কেন যুদ্ধ? বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, শুভেন্দু চান এই প্রার্থী হন মিঠুন চক্রবর্তী । সুকান্ত চান প্রার্থী হোন শমীক ভট্টাচার্য । আবার দিলীপ গোষ্ঠী চান প্রার্থী হোক অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়। এই ৩জনের মধ্যে প্রার্থী কে হবেন, নাকি এই তিনের বাইরে গিয়ে কেউ প্রার্থী হবেন এখন তা নিয়েই দলে শুরু হয়ে গিয়েছে তীব্র জল্পনা। সূত্রে জানা গিয়েছে, শুভেন্দু মিঠুনকে প্রার্থী করতে চেয়ে দিল্লিতে গিয়ে দরবার করে এসেছেন। মিঠুন এর আগে তৃণমূলের প্রার্থী হিসাবে রাজ্যসভায় গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁকে সেভাবে কোনওদিনই রাজ্যসভায় সক্রিয়া হতে দেখা যায়নি। কার্যত অধিবেশনের বড় অংশই তিনি অনুপস্থিত থেকেছেন। আবার রাজ্যসভার সাংসদ পদে থাকতে থাকতেই তৃণমূলের সঙ্গে সর্বপ্রকারের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিলেন। এই বিষয়টি ভাবাচ্ছে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের। তাই শুভেন্দু চাইলেও যে তাঁরা মিঠুনকে চটজলদি প্রার্থীঠিসাবে ঘোষণা করে দেবেন এমনটা মোটেও নয়।

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে।
সব রাজ্যে,
সব জেলা ও মহকুমাতে।
যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক ,
যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

১-ম পাতার পর

পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগেই বিজয় উৎসব ঘোষণা, ২১ জুলাই নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত জানাল তৃণমূল কংগ্রেস

করছে শাসক দল। আর সেই নিশ্চিত জয়লাভের দাবি থেকেই ২১ জুলাই বিজয় উতসব ঘোষণা করে দিয়েছে তারা। ইতিমধ্যে সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে গিয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় মুখপত্র জাগো বাংলায় বড় করে বিজয় দিবস ঘোষণা করে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে।

২১ জুলাই বিজয় দিবস ঘোষণার নেপথ্যে আরও একটি বড় কারণ রয়েছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। ২০২৪-র লোকসভা ভোটকে এখন পাখির চোখ করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেকারণে পঞ্চায়েত ভোটের প্রচারে গিয়েও লোকসভা ভোট নিয়ে একের পর এক বার্তা দিচ্ছেন তিনি। জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহারের জনসভা থেকে ২০১৪-র লোকসভা ভোটে মহাজোট নিয়ে বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

তিনি রীতিমত চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেছেন, দিল্লিতে মোদী সরকারের মেয়াদ আর ৬ মাস। অবিজেপি রাজনৈতিক দলগুলির মহাজোট মোদীকে গদিচ্যুত করবেই। আর রাজ্যে বাম-বিজেপি জোট একেবারে মাটিতে মিশে যাবে বলে বার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০২৪-র আগে ২১ জুলাইয়ের শহিদ সমাবেশ তৃণমূল কংগ্রেসের মেগা ইভেন্ট হতে চলেছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

সেকারণেই শহিদ দিবসকে ছাপিয়ে এবার বিজয় দিবস উদযাপনে মন দিয়েছে শাসক দল। পঞ্চায়েত ভোটে একাধিক আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিয়ে গিয়েছে শাসক দল। বাকি যেগুলিতে বিরোধীরা মনোনয়ন দিতে পেরেছেন সেগুলিতেও জয় নিশ্চিত করে ফেলেছেন তাঁরা। সেকারণেই ২১ জুলাইয়ের শহিদ দিবসকে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস।

১-ম পাতার পর

কপ্টার দুর্ঘটনার পর কেমন আছেন মুখ্যমন্ত্রী?

বন্দ্যোপাধ্যায় । টুইটে তিনি বিস্তারিত জানালেন, কীভাবে বিপদ থেকে রক্ষা পেলেন। এখন কেমন আছেন? তাও জানিয়েছেন টুইটে। বৃহস্পতিবার দুপুর নাগাদ টুইট করেন মুখ্যমন্ত্রী। জানান, মঙ্গলবার সেবক সেনাছাউনিতে তাঁর কপ্টারটিকে জরুরি অবতরণ করানো হল। ভগবানের অশেষ আশীর্বাদ, পাইলটদের দক্ষতা ও ডাক্তারদের দারুণ প্রচেষ্টায় তিনি বড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেয়েছেন বলে মনে করছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁদের সকলকে কৃতজ্ঞতা, ধন্যবাদ জানান। জানিয়েছেন। এই মুহূর্তে তিনি বাড়িতে বিশ্রামে রয়েছেন। পা ও কোমরে চোট থাকায় বাড়িতেই ফিজিওথেরাপি হচ্ছে বলে

২ পাতার পর

মনোনয়নের শেষদিনে তিন-তিনটি প্রাণহানি, প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইলেন আরাবুল-পুত্র

উন্নয়নের কাজ করব প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। কথা রাখতে না পারলে, পাঁচ বছর পর আর ভোট চাইতে আসব না। ভিডিও ভাইরাল হওয়ায় শুরু হয়েছে রাজনৈতিক বিতর্ক।

তৃণমূল নেতা ও আরাবুল ইসলামের ছেলে হাকিমুল ইসলাম বলেন, যদি তৃণমূল কংগ্রেসের কোনও কর্মীরা ভুল করে থাকে, আপনাদের কাছে আমরা ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আপনাদের কাছে আমরা ভুল স্বীকার করছি নিজেরা। আপনারা আমাদের ভোট দিন।বোধদয়? আত্মসমীক্ষা? নাকি শুধুই ভোট চাওয়ার কৌশল? সন্ত্রাস-বিদ্ধ ভাঙড়ে, ভোটপ্রচারে, ভাঙড়বাসীর কাছে ক্ষমা চাইলেন আরাবুল ইসলামের ছেলে হাকিমুল। আরাবুলের উপস্থিতিতে হাতজোড় করে বললেন, ভুল হয়েছে। ক্ষমা করে দিয়ে ভোট দিন। মনোনয়ন পর্বে ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসের সাক্ষী হয়েছে ভাঙড়। একদিনে ২ তৃণমূল কর্মী ও ১ আই এস এফ কর্মীর মৃত্যু। দফায় দফায় তৃণমূল ও আই এস এফএর সংঘর্ষ!

মুড়ি মুড়কির মতো বোমা, বাঁশ-লাঠি হাতে দুর্বৃত্তদের দাপাদাপি। বিডিও অফিস কার্যত তৃণমূলের দখলে চলে যায়। এর প্রায় সপ্তাহ দুয়েক পরে, ভাঙড়বাসীর কাছে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইলেন আরাবুল-পুত্র হাকিমুল ইসলাম।

২ পাতার পর

ভরদুপুরে দক্ষিণেশ্বর এলাকায় গুলি চলল, আহত যুব তৃণমূল নেতা

তৃণমূলের যুব নেতা অরিত্র ঘোষ ওরফে বুম্বাকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়েছে। আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিতসাধীন ওই তৃণমূল নেতা।আহত যুবনেতা বলেন, আমার পা ঘেঁষে গুলি বেরিয়ে যায়। তিনি আহত অবস্থায় রাস্তায় পড়ে গিয়েছিলেন। স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে তুলে নিয়ে যায় হাসপাতালে। তাঁর দাবি, দুষ্কৃতীরা সবাই জায়েন্ত সিং ও রাজু ঘোষের লোক। রাজু ঘোষ একজন ব্যবসায়ী। তাঁর কথাতেই সবকিছু হয়েছে বলে মনে করেন অরিত্র। বৃহস্পতিবার দুপুরে নিজের ফ্ল্যাট থেকে বেরনোর পর তাঁকে ঘিরে ধরে একদল দুষ্কৃতী গুলি চালায় বলে অভিযোগ। তৃণমূলেরই আর এক নেতা জায়েন্ত সিং-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে। গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে এই ঘটনা কি না, তা নিয়েই উঠছে প্রশ্ন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, অরিত্র ঘোষ নামে ওই যুব নেতা এদিন ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে কাজে যাচ্ছিলেন। সেই সময় দুষ্কৃতীরা আসে বাইকে চেপে। তাঁর ওপর চড়াও হয় দুষ্কৃতীরা। জানা গিয়েছে, প্রথমে দু রাউন্ড গুলি চালানো হয়। গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হলে ওই যুবনেতাকে লোহার রড দিয়ে মেরে হাত-পা ভেঙে দেওয়া হয়। তবে রাজনীতি নাকি ব্যক্তিগত শত্রুতা, কী কারণে এই ঘটনা, তা স্পষ্ট নয়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় অরিত্রকে ভর্তি করা হয়েছে এক বেসরকারি হাসপাতালে। দিনের আলোয় এমন একটি ঘটনা ঘটে যাওয়ায় আতঙ্কিত এলাকার লোকজনও। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বেলঘড়িয়া থানার পুলিশ।

২০২৪-এর জন্য বিজেপির মেগা পরিকল্পনা!

প্রথমবার কৌশল বদল করে পদক্ষেপ গ্রহণ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : লোকসভা নির্বাচনের আর একবছরও বাকি নেই। সেদিকে লক্ষ্য রেখে যেসব রাজ্যগুলিতে সামনে বিধানসভা নির্বাচন রয়েছে, সেগুলির জন্য মেগা পরিকল্পনা করেছে বিজেপি। সূত্রের খবর অনুযায়ী, প্রথমবারের জন্য দলের কাজ সহজ করতে দেশকে তিনটি সেক্টরে ভাগ করেছে গেরুয়া শিবির। সেগুলি হল উত্তরাঞ্চল, দক্ষিণাঞ্চল এহং পূর্বাঞ্চল।৮ জুলাই হায়দরাবাদে দক্ষিণাঞ্চলের বৈঠক হবে। সেখানে তেলেঙ্গানা ছাড়াও কেরল তামিলনাড়ু, পুদুচেরি, কর্নাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, মুম্বই, গোয়া, আন্দামান ও নিকোবর এবং লাক্ষাদ্বীপের দলীয় নেতারা উপস্থিত থাকবেন।

বুধবার রাতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বাসভবনে বিজেপির সভা হয়। সূত্রের খবর অনুযায়ী, সেখানে মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, রাজস্থানের বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে আলোচনা হয়েছে । এই রাজ্যগুলিতে ভোট হওয়ার কথা এই বছরের শেষের দিকে।

বিজেপির ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন অমিত শাহ, জেপি নাড্ডা, বিএল সন্তোষ। সূত্রের খবর অনুযায়ী, ওই বৈঠকে লোকসভা নির্বাচনের আগে মন্ত্রিসভায় রদবদল নিয়েও আলোচনা হয়েছে। পাশাপাশি সেই রদবদলের সঙ্গে দলীয় সংগঠনেও রদবদলের সম্ভাবনা রয়েছে। তথ্য অনুযায়ী, বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা জুলাইয়ের ৬,৭ ও ৮ তারিখ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সংগঠন ও মন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক করবেন। এর মধ্যে পূর্বাঞ্চল ৬ জুলাই, উত্তরাঞ্চল ৭ জুলাই এবং দক্ষিণাঞ্চলে ৮ জুলাই বৈঠক করতে চলেছেন।

দলের জাতীয় সভাপতি ওইসব এলাকার রাজ্যের ভারপ্রাপ্ত নেতা, রাজ্য সভাপতি, সংগঠনের মন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী, উপমুখ্যমন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়ক এবং জাতীয় কর্মসমিতির সদস্যের সঙ্গে বৈঠক করবেন। এই বৈঠকগুলিকে ২০২৪-এর নির্বাচনের আগে বিজেপির বড় কৌশলগত অনুশীলন বলেও বিবেচনা করা হচ্ছে।

৬ জুলাই পূর্বাঞ্চলের বৈঠক হবে গুয়াহাটিতে। সেখানে অসম ছাড়াও বিহার, ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, সিকিম, অরুণাচল প্রদেশ, ত্রিপুরা, মনিপুর, মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ডের দলের শীর্ষ নেতারা উপস্থিত থাকবেন।

৭ জুলাই উত্তরাঞ্চলের বৈঠক হবে দিল্লিতে। সেখানে দিল্লি ছাড়াও জম্মু ও কাশ্মীর, লাদাখ, হিমাচল প্রদেশ, পঞ্জাব, চণ্ডীগড়, রাজস্থান, গুজরাত, দমন, দাদরা ও নগর হাভেলি, ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ, উত্তর প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড এবং হরিয়ানার বিজেপি নেতারা উপস্থিত থাকবেন।

গোঁজ প্রার্থীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা!

১৮৯ জনকে সাসপেন্ড করল তৃণমূল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দলের তরফে বারবার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছিল। তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কম্যান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বিভিন্ন সভামঞ্চ থেকেও গোঁজ প্রার্থীদের উদ্দেশে স্পষ্ট হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। নির্দল প্রার্থীর মনোনয়ন পত্র না প্রত্যাহার করলে কড়া ব্যবস্থা নেবে দল। বাস্তবেও কার্যত হচ্ছে তাই।এর আগের দফায়, অর্থাত, গত ২৪ জুন নদিয়া ও দক্ষিণ দিনাজপুর আছে। নদিয়া জেলায় ২১ জন এবং দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় ১৭ জনকে সাসপেন্ড করেছে তৃণমূল।

প্রসঙ্গত, বিক্ষুব্ধ তৃণমূলিদের জন্য কঠোর ব্যবস্থার ইঙ্গিত আগেই দিয়েছিল তৃণমূল। তৃণমূল নেতৃত্বের তরফে বলা হয়, দলীয় টিকিট না পেয়ে যারা নির্দল হিসাবে দাঁড়িয়েছেন, তারা আজ মনোনয়ন প্রত্যাহার না করলে তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেবে দল। প্রয়োজনে বহিষ্কার করা হবে দল থেকে। এর আগে সাগরদিঘি ব্লকের চার জনকে সাসপেন্ড করেছিল তৃণমূলের।গত শনিবার একাধিক জেলা থেকে ৫৬ জনকে সাসপেন্ড করা হয়েছিল। আজ, বৃহস্পতিবারও একসঙ্গে ১৮৯ জন তৃণমূলকর্মীকে দল থেকে সাসপেন্ড করার সিদ্ধান্ত নিল তৃণমূল।

তৃণমূল নেতৃত্বের তরফে এদিন একটি তালিকা প্রকাশ করে জানানো হয়েছে, কোন জেলা থেকে কত জন কর্মীকে তাঁরা দল থেকে সাসপেন্ড করছেন। বীরভূম থেকে ১৫, হুগলি থেকে ২৫, হাওড়া থেকে ১৩, ঝাড়গ্রাম থেকে ১৪, মুর্শিদাবাদ ২৫, পূর্ব মেদিনীপুর থেকে ৫৮ জন এবং পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে ৩৯ জন। সব মিলিয়ে মোট ১৮৯ জন।

ভোটের দিনেও অশান্তির আশঙ্কা?

কমিশনের কড়া নজরে ভাঙড়-ক্যানিং

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রাজ্য নির্বাচনের হাতে বর্তমানে রয়েছে ৩৩৭ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। গত বুধবারই জেলায় জেলায় প্রয়োজন অনুযায়ী তা মোতায়েনও করা হয়েছে। কমিশনের তরফে জেলা প্রশাসনের কাছে কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে এই বাহিনী প্রয়োজন ও পরিস্থিতি বুঝে ঠিকমতো ব্যবহার করা হয়। সূত্রের খবর, বাহিনী মোতায়েন এবং পঞ্চায়েত নির্বাচনে অশান্তি নিয়ন্ত্রণে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের তরফে বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে দক্ষিণ ২৪ পরগণার ভাঙড় ও ক্যানিংয়ে।ভাঙড়ের প্রত্যেকটি বুথেই নির্বাচন হবে। যে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রগুলিতে একটি বা দুটি বুথ থাকবে সেখানে চারজন বা ৮ জন করে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়ন করা হবে। ভাঙড়ের বেশিরভাগ বুথেই কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করতে চায় কমিশন বলেই সূত্রের খবর।পঞ্চায়েত নির্বাচনের মনোনয়ন পর্ব ঘিরে দফায় দফায় উত্তপ্ত হয়েছিল এই ভাঙড়। বোমা, গুলির সংঘর্ষে প্রাণ হারিয়েছিলেন জ্বলজ্যান্ত তিনজন। এমনকি, নিজের বিধানসভা কেন্দ্রে অশান্তির নিষ্পত্তি চেয়ে নবান্নেও চলে গিয়েছিলেন ভাঙড়ের আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি। পরে অশান্তির আশঙ্কায় নিজের জন্যেও নিরাপত্তা দাবি করেন তিনি। অন্যদিকে, ক্যানিংয়ে তৃণমূল এবং যুব তৃণমূলের সংঘর্ষেও তীব্র উত্তেজনা ছড়ায় মনোনয়ন পর্বে।

সব মিলিয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগণার এই দুই জায়গায় যাতে ভোটের দিনে কোনও রকম উত্তেজনা না ছড়ায়, তা নিশ্চিত করতে আগে ভাগেই তৈরি থাকতে চাইছে কমিশন। সূত্রের খবর, দক্ষিণ ২৪ পরগণায় এখনও পর্যন্ত বরাদ্দ ১৯ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনীর মধ্যে ১০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী বারুইপুর পুলিশ জেলার জন্যই মোতায়েন করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এই বারুইপুর পুলিশ জেলার মধ্যে ভাঙড়ের জন্যই ৭ থেকে ৮ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকছে।জানা গিয়েছে, ভাঙড়ের বেশিরভাগ বুথেই কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে। ফ্লাইং ওয়ার্ডের মাধ্যমেও কেন্দ্রীয় বাহিনী যাতায়াত করবে।ইতিমধ্যেই এই বিষয় নিয়ে এক প্রস্থ বৈঠক হয়েছে বলেও কমিশন সূত্রে খবর। মনোনয়ন পর্ব থেকে শিক্ষা নিয়েই ভাঙড় নিয়ে বাড়তি সতর্ক রাজ্য নির্বাচন কমিশন।

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
২ বর্ষ ১৭৯ সংখ্যা ৩০ জুন, ২০২৩ শুক্রবার ১৪ আষাঢ়, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

এবার মনোনয়ন প্রত্যাহারের হার কম, আদালতে হলফনামায় দাবি কমিশনের

আগের বারের চেয়ে এবার মনোনয়ন প্রত্যাহারের হার কম। আদালতে পরিসংখ্যান-সহ হলফনামা পেশ কমিশনের। প্রত্যেকটি অভিযোগে পদক্ষেপ। জানাল রাজ্য নির্বাচন কমিশন। ২০১৮-র তুলনায় মনোনয়ন প্রত্যাহারের হার এবার অনেক কম। আদালতে পরিসংখ্যান-সহ হলফনামা পেশ করে জানাল কমিশন। ২০১৮-এ ১,৩৩,৬৭৩টি বৈধ মনোনয়নের মধ্যে ২৩,৬১৯টি প্রত্যাহার।সেইসঙ্গে কেন্দ্র মোট সিআইএসএফ পাঠাচ্ছে ২৫ কোম্পানি। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি দেওয়া হয়েছে উত্তর ২৪ পরগনায় ৯ কোম্পানি। তারপর পুরুলিয়ায় ৬ কোম্পানি। বিএসএফ পাঠানো হচ্ছে ৬০ কোম্পানি। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি মুর্শিদাবাদে ১২ কোম্পানি। তারপর কোচবিহারে ১০ কোম্পানি। কমিশন বলেছিল, পঞ্চায়েত ভোটে কোন জেলায় কত সিআরপিএফ, বিএসএফ ও সিআইএসএফ তা ঠিক করুক কেন্দ্র। কারণ, কোন বাহিনী কোথায় যাবে তা বলার কথা নয় কমিশনের। সেটা ঠিক করবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। কমিশন শুধুমাত্র জানিয়ে দেবে কোথায় কত বাহিনী পাঠাতে হবে।২০২৩-এ ২,২৮,১৫৮টি বৈধ মনোনয়নের মধ্যে ২০,৬১২টি প্রত্যাহার। মনোনয়ন পর্বে ৭৫৪টি অভিযোগ নির্বাচন কমিশনে। 'প্রত্যেকটি অভিযোগ পদক্ষেপ করা হয়েছে। হলফনামায় জানাল রাজ্য নির্বাচন কমিশন। বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্টে পরিসংখ্যান-সহ একটি হলফনামা পেশ করেছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন। সেই হলফনামায় বলা হয়েছে, ২০১৮-এর পঞ্চায়েত ভোটে ১,৩৩,৬৭৩টি মনেনায়নপত্র জমা পড়েছিল। যার মধ্যে ২৩,৬১৯টি মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছিল। সেবার মনেনায়ন প্রত্যাহার হার ছিল ১৭.৬৬ শতাংশ।

রাজ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিনহা হলফনামায় জানান, ২০১৮-র তুলনায় ২০২৩ সালে মনোনয়ন প্রত্যাহারের হার প্রায় অর্ধেক। '২০১৮-র তুলনায় মনোনয়ন প্রত্যাহারের হার এবার অনেক কম', আদালতে পরিসংখ্যান-সহ হলফনামা পেশ করে জানাল রাজ্য নির্বাচন কমিশন। এর আগে পঞ্চায়েত নির্বাচনের ঘোষণা থেকেই বিক্ষিপ্ত অশান্তি শুরু হয়। এমনকী বাহিনী মোতায়েন নিয়েও টানাপোড়েন কম হয়নি। ১১ জেলায় সি আর পি এফ , ৬ জেলায় সি এই এস এফ, ৯ জেলায় বি এস এফ পাঠানোর সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের। সবচেয়ে বেশি বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে মুর্শিদাবাদে। সবচেয়ে বেশি ভিন রাজ্যের বাহিনী আসছে উত্তরপ্রদেশ ও আসাম থেকে। দুই রাজ্য থেকেই ১০ কোম্পানি করে রাজ্য সশস্ত্র পুলিস আসছে।

'গ্রাউন্ড জিরো গর্ভনর হতে চাই', কমিশনকে কড়া বার্তা রাজ্যপালের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গ্রাউন্ড জিরো গর্ভনর হতে চাই'। পঞ্চায়েত ভোটের আগে অশান্তি নিয়ে ফের সরব রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। সঙ্গে কড়া বার্তা, 'আদালত যা নির্দেশ দিয়েছে, তা পালন করুন কমিশন। অশান্তি হলেই সরেজমিনে তদন্ত হবে'।

এর আগে, উত্তরবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যদের সঙ্গে বৈঠক করেন রাজ্যপাল। স্রেফ বিক্ষোভ নয়, বৈঠকের আগে সিভি আনন্দ বোসকে কালো পতাকা দেখান তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সদস্যরা। উঠে গো-বয়াক স্লোগান। বিক্ষোভকারীদের দাবি, 'মুখয়মন্ত্রীকে না জানিয়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদয়ালয়ে উপাচার্যদের নিয়োগ করছেন রাজয়পাল'। মনোনয়ন পর্বে অশান্তির পর, ভাঙড় ও ক্যানিংয়ে পরিদর্শনে গিয়েছিলেন তিনি। ২ দিনে সফরে এবার উত্তরবঙ্গে সিভি আনন্দ বোস। এদিন পাহাড়ের বিরোধী দলগুলির সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি।

বৈঠকের পর সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্যপাল বলেন, 'অশান্তির আশঙ্কায় ভোটের পরেও কেন্দ্রীয় বাহিনীর রাখার দাবি জানিয়েছে বিরোধী দলগুলি। অনেকেই মনোয়ন জমা দিতে পারেননি। আদালত যা নির্দেশ দিয়েছে, কমিশন তা পালন করুন কমিশন। এটা দেখা আমার দায়িত্ব। গ্রাউন্ড জিরো গর্ভনর হতে চাই'।

এদিকে হাইকোর্টের নির্দেশে রাজেয় চলে এসেছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। বিভিন্ন শুরু হয়ে গিয়েছে রুটমার্চও। পাহাড়ে কোথায় কত বাহিনী? বিকেলে পরিদর্শন করেন রাজ্যপাল। কালিম্পংয়ে বৈঠক করেন জেলাশাসক ও পুলিস সুপারের সঙ্গে।

ন্যায় কর্মফল দাতা শনি দেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

প্রত্যেক সন্তান কে এক এক লোকের অধিপতি করে দিলেন । শনি দেব এক লোকের অধিপতি হয়ে খুশি ছিলেন না । তাই তার ভাইদের কাছ থেকে রাজ্য কেড়ে নেবার পরিকল্পনা করলেন । অধিক শক্তি লাভের জন্য তিনি বন্মভা তপস্যা বসলেন তার তপস্যা সন্তুষ্ট হয়ে দেখা দিলেন । **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

ত্যাগের উৎসব ও খুশির উৎসব দুই ঈদ

ফারুক আহমেদ

ইসলামের বিভিন্ন বর্ণনা অনুযায়ী, মহান আল্লাহ তা'আলা ইসলামের রাসুল হযরত ইব্রাহীমকে স্বপ্নযোগে তার সবচেয়ে প্রিয় বস্তুটি কুরবানি করার নির্দেশ দেন:

"তুমি তোমার প্রিয় বস্তু আল্লাহর নামে কোরবানি কর।"

ইব্রাহীম স্বপ্নে এরূপ আদেশ পেয়ে ১০টি উট কোরবানি করলেন। পুনরায় তিনি আবারো একই স্বপ্ন দেখলেন। অতঃপর ইব্রাহীম এবার ১০০টি উট কোরবানি করেন। এরপরেও তিনি একই স্বপ্ন দেখে ভাবলেন, আমার কাছে তো এ মুহূর্তে প্রিয় পুত্র ইসমাইল ছাড়া আর কোনো প্রিয় বস্তু নেই। তখন তিনি পুত্রকে কোরবানির উদ্দেশ্যে প্রস্তুতিসহ আরাফাতের ময়দানের উদ্দেশে যাত্রা করেন। এ সময় শয়তান আল্লাহর আদেশ পালন করা থেকে বিরত করার জন্য ইব্রাহীম ও তার পরিবারকে প্রলুব্ধ করেছিল, এবং ইব্রাহীম শয়তানকে পাথর ছুঁড়ে মেরেছিলেন। শয়তানকে তার প্রত্যাখ্যানের কথা স্মরণে হজ্জের সময় শয়তানের অবস্থানের চিহ্ন স্বরূপ নির্মিত ৩টি স্তম্ভে প্রতীকী পাথর নিক্ষেপ করা হয়।

যখন ইব্রাহীম আরাফাত পর্বতের উপর তার পুত্রকে কোরবানি দেয়ার জন্য গলদেশে ছুরি চালানোর চেষ্টা করেন, তখন তিনি বিস্মিত হয়ে দেখেন যে তার পুত্রের পরিবর্তে একটি প্রাণী কোরবানি হয়েছে এবং তার পুত্রের কোনো ক্ষতি হয়নি। ইব্রাহীম আল্লাহর আদেশ পালন করার দ্বারা কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এটি ছিল ছয় সংখ্যক পরীক্ষা। এতে সন্তুষ্ট হয়ে আল্লাহ ইব্রাহীমকে তার খলিল (বন্ধু) হিসাবে গ্রহণ করেন।

এই ঘটনাকে স্মরণ করে সারা বিশ্বের মুসলিমরা আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য প্রতি বছর এই দিবসটি উদ্‌যাপন করে। হিজরি বর্ষপঞ্জি হিসাবে জিলহজ্জ মাসের ১০ তারিখ থেকে শুরু করে ১২ তারিখ পর্যন্ত ৩ দিন ধরে ঈদুল আজহার কুরবানি চলে। হিজরি চান্দ্র বছরের গণনা অনুযায়ী ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আজহার মাঝে ২ মাস ১০ দিন ব্যবধান থাকে। দিনের হিসেবে যা সর্বোচ্চ ৭০ দিন হতে পারে।

ঈদুল আযহা বা ঈদুল আজহা বা ঈদুল আধহা হচ্ছে 'ত্যাগের উৎসব'।, ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় দুটো ধর্মীয় উৎসবের দ্বিতীয়টি। এই উৎসবটি কুরবানির ঈদ নামেও পরিচিত। এই উৎসবকে ঈদুজ্জোহাও বলা হয়। এই উৎসবের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল ত্যাগ করা। এ দিনটিতে মুসলমানেরা ফযরের নামাযের পর ঈদগাহে গিয়ে দুই রাক্বাত ঈদুল আযহার নামাজ আদায় করে ও অব্যবহিত পরে স্ব-স্ব আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী দুম্বা, গরু, ছাগল, ভেড়া, মহিষ ও উট আল্লাহর নামে কোরবানি করে।

ঈদ শব্দটি আরবী। 'আউদ' ধাতু থেকে এসেছে। এর অর্থ হল পুনরাগমন যা বারবার ফিরে আসে। বৎসরান্তে নির্দিষ্ট সময়ে বারংবার ফিরে আসে বলেই এই মিলন ও সম্প্রীতির উৎসবের নাম হয়েছে ঈদ। ঈদ সকলের মনে আনে খুশি। তাই খুশির উৎসব হল ঈদ। খুশির জন্য চাই সকলের খোলামেলা মন। মুক্ত মনের বহিঃপ্রকাশেই ঈদ মিলন উৎসব সার্থক হয়। তাই ঈদের আনন্দ খুশি ছড়িয়ে পড়ে সংকীর্ণ ভেদ-বুদ্ধির সীমানা আলগা করে জাতি ধর্ম-বর্ণ ও ভাষার গণ্ডি পেরিয়ে সকল সম্প্রদায়ের কাছে চিরন্তন সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি, শাশ্বত প্রেম ও মহা মিলনের খুশির বার্তা নিয়ে।

'ফিতর' অর্থে খুলে খুলে যাওয়া মুক্ত হওয়া বা পূর্ণতা প্রাপ্ত যা সমাপ্ত হওয়া বুঝায়। কেউ কেউ ফিতর অর্থে শেষের পর্বে খাওয়ার অর্থ বুঝে থাকেন। তাই ঈদ-উল-ফিতর সেই বিশেষ দিনটির নাম, যেদিন দীর্ঘ এক মাস রমজানের নিয়মানুগ কঠোর উপবাস, এবাদত ও সবরকম অপরাধ থেকে দূরে থাকার বিধিনিষেধ, অনুশাসন ও আত্মনিয়ন্ত্রণের সাধানায় নিযুক্ত থেকে পুনরায় দৈনন্দিন আহারের নিযুক্ত হওয়ার অনুমতি। আসলে ঈদ-উল-ফিতর হল আল্লাহ'র কাছ থেকে পাপমোচন করে নিজেকে সৎ পথে ফিরিয়ে আনা। তাই মহা আনন্দে পালিত হয় এই খুশির উৎসব ঈদ-উল-ফিতর। নবী করিম (সঃ) বলেছেন-"নিশ্চয়ই প্রত্যেক জাতির 'ঈদ' অর্থে আনন্দোৎসব আছে। তাই আজকের দিন অর্থৎ ঈদ-উল-ফিতর হল আমাদের সকলেরই সেই খুশির ঈদ।" ঈদ সারা বিশ্বে সকল মানুষের জন্য প্রসন্নতার সুখবর এনে দেয়। ঈদের দিন সকল সামর্থ্যবান মুসলিমকেই মুক্ত হাতে ফেতরা, জাকাত, সাদকা ও দান খয়রাত করতে হয়। যার ফলে, আমাদের সমাজের প্রতিটি আর্ত পীড়িত অসহায়, বিপন্ন সর্বহারা ও হতদরিদ্র মানুষেরাও এই খুশির ভাগ নিতে পারেন। এখানেই এই মিলন উৎসবের সার্থকনামা সকলের মধ্যেই সঞ্চারিত হয়। ঈদ হল ত্যাগের, ধৈর্যের, ক্ষমার, ভালবাসার, সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্ববোধের প্রতীক। সকলের মনে ন্যায় ও নীতিই সঞ্চারিত করার পক্ষে আদর্শ।

সকল মুসলিম রমজান মাসে রোজা রেখে ক্ষুধা ও তৃষ্ণাকে ভুলে গিয়ে কঠোর সংযম ও আত্মনিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে নিজের দোষ ত্রুটি সংযোধন করে আত্মশুদ্ধি করতে বদ্ধপরিকর হয়ে আল্লাহ'র নৈকট্য লাভ করতে পারেন। নবী করিম (সঃ) বলেছেন- 'যে রোজা আমাদের আত্মশুদ্ধি করে না, সেই রোজা প্রকৃত রোজা নয়, তা নিছক উপবাস মাত্র যা গন্ধহীন ফুল কিংবা নিষ্প্রাণ দেহ মাত্র।' তাই খাদ্য ও পানীয় থেকে দূরে থাকার নাম রোজা নয়। প্রকৃত রোজা হল অন্যায় ও অসৎ চিন্তা থেকে বিরত থাকা।

'রমজান' শব্দের অর্থ হল অগ্নিদগ্ধ। যে মাসে রোজা পালনের মধ্য দিয়ে অনাহারের তীব্র দহনজ্বালা ও সহনশীলতার কঠিন পরীক্ষা, সেই মাসের গুণাগত নাম হল রমজান। রোজার উপবাস দ্বারা প্রশমিত হয় রোজদারের অসৎ চিন্তা ও কুমনোবৃত্তি। সীয়াম সাধনায় মানুষরের মনে বেড়ে যায় তাঁর আত্মিক, মানসিক ও সর্বাঙ্গীণ উন্নতি। তাই মাহে রমজানে মুসলিমদের মনে ও সমাজে নেমে আসে, দয়া-মায়া, স্নেহ-প্রীতি, ভক্তি-করুণা ও সহনশীলতার মতো অজস্র সৎ চিন্তার বিচিত্র সমারোহ।

মুসলিম জাহানে রমজান মাস হল রহমতের মাস, বরকতের মাস, গোনাহ পাপ মাফ হওয়ার মাস, আল্লাহ'র অসীম করুণায় নৈকট্যলাভের মাস, আত্মশুদ্ধির মাস, ধৈর্যের মাস, সাধনার মাস ও সকল দুস্থ গরিব, অনাথ ও দীন-দুঃখীর সাহায্য করার মাস। প্রকৃত সমাজ বিকাশে ও শিক্ষা প্রসারের জন্য সঠিক পদক্ষেপ নেওয়ারও মাস। তাই শাশ্বত কালের চিরন্তন সাম্য, মৈত্রী ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রীতির বন্ধন ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতর জাতীয় সংহতির জ্বলন্ত প্রতিক হল মহামিলনের মহোৎসব ঈদ-উল-ফিতর। ঈদ পালনে জাতিধর্ম নির্বিশেষে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে মধুর আলিঙ্গণের মধ্যে খুঁজে পাই-বৈচিত্রের মধ্যে একতার মধুর ও অনাবিল ঐকতানের আনন্দ খুশির অত্যুজ্বল সুবর্ণময় তিথি। ঈদ বয়ে আনুক বিশ্বের সকল মানুষের জন্য অফুরন্ত শান্তি সুখ ও সমৃদ্ধি এবং গভীর ভালবাসা। তাই আসুন, আমরা সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদকে দূরে ঠেলে ঈদ মিলনের মধ্য দিয়ে সম্পীতির বন্ধনে ও আলিঙ্গণে আবদ্ধ হয়ে প্রকৃত মানুষ রূপে নিজেদেরকে গড়ে তুলি। আর তা করতে পারলেই দেশ ও দশের সত্যি মঙ্গল হবেই। সাম্প্রদায়িক চিন্তা-চেতনা ও মানুষের ক্ষতিসাধন থেকে সাধারণ মানুষদের বুঝিয়ে সৎ পথে আনতে পারলেই সমাজ উপকৃত হবে। তখনই মহতি ঈদ পালনের উদ্দেশ্য সফল হবে বলে মনে করি। তাই এই সমাজকে শিক্ষা সচেতন করে তোলা জরুরি। ঈদ মিলনের ময়দানে জায়নামাজে দু'হাত তুলে শেষ দোয়ায় শপথ নিতে হবে আমাদেরকে সকলের জন্য সুস্থ সমাজ গড়ার। মনের মধ্যে রাগ-অভিমানকে কমিয়ে নিজেদের অধিকার নিজেদেরই অর্জন করতে হবে। কারণ কারও মৌলিক অধিকার কেউ পাইয়ে দিতে পারে না, তা নিজ যোগ্যতায় ছিনিয়ে নিতে হয়। নিজেদের মধ্যে হানাহানি ও কাটাকাটি না করে, কে কী দিল আর দিল না, এই ভেবে সময় নষ্ট করার থেকে যার যেটুকু ক্ষমতা আছে তাই দিয়ে নিজের অনগ্রসর সম্প্রদায়কে টেনে তুলতে হবে। পাড়ায়-পাড়ায় শিক্ষা থেকে বঞ্চিত প্রতিভাদেরকে শিক্ষা আলোয় আলোকিত করতে হবে নিজেদেরই। তাহলে সমাজ ও দেশ এগিয়ে যাবে সামনে আরও সামনে। ভ্রান্ত ধারণাগুলোকে ভুল প্রমাণ করে নিজেদেরকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। মুসলিম বলে কিছু হবে না। এমন ধারণা পোষণ করা পাপ। ইসলাম সৎ পথে সঠিক লক্ষ্যে সামনে এগিয়ে যাওয়ার সাহস জোগায়। পারতেই হবে। স্বাধীনতা পরবর্তী তিনদশক পর থেকে পশ্চিমবাংলার অনগ্রসর মুসলমানদের আধুনিক শিক্ষা প্রসার ঘটাতে বসন্ত এনে দিয়েছেন মোস্তাক হোসেন। বর্তমানে মুসলিম দরদী সহমর্মী মোস্তাক হোসেনকে অনুসরণ করে নতুন প্রজন্ম উঠে আসুক সমাজকল্যাণে। অনুপ্রেরণা অবশ্যই মোস্তাক হোসেন।

লেখক: সমাজকর্মী, প্রকাশক ও সম্পাদক: উদার আকাশ।

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

cinema TV

এক যুগ পর জুটি বাঁধবেন শাহরুখ-ফারহা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ফারহা খানের পরিচালনায় শাহরুখ খান মানেই যেন সিনেমা সুপারহিট। তাদের ম্যায় হুঁ না', 'ওম শান্তি ওম', 'হ্যাপি নিউ ইয়ার'-এর মতো সফল সিনেমার পর এ জুটির সিনেমা দেখতে একদশক থেকে যেন মুখিয়ে রয়েছেন ভক্তরা। এবার সেই সুখবরই দিলেন এই পরিচালক-অভিনেতা জুটি। খুব শিগগিরই আবারও জুটি বাঁধতে যাচ্ছেন তারা।

ইন্ডিয়াটুডের প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রায় এক দশক পর জুটি বাঁধতে চলেছেন ফারহা খান এবং শাহরুখ খান। মূলধারার বাণিজ্যিক সিনেমার প্রযোজনার জন্য শাহরুখের সংস্থা রেড চিলিজ এন্টারটেইনমেন্টের কথা ভেবেছেন দুজনেই। ইতোমধ্যেই ফারহার সঙ্গে প্রাথমিক একটি চুক্তিও করে ফেলেছে রেড চিলিজ।

জানা যায়, 'পাঠান'-এর সাফল্য ও 'জওয়ান' নিয়ে অনুরাগীদের উন্মাদনার পর সর্বভারতীয় দর্শকের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে, এমন সিনেমার দিকেই আপাতত বেশি ঝুঁকছেন বলিউড বাদশা। সে কারণে ফারহান আখতারের 'ডন ৩' সিনেমাকেও না বলেছেন তিনি। আপাতত অ্যাটলির 'জওয়ান' ও আরিয়ান খানের 'স্টারডম'-এর প্রযোজনায় ব্যস্ত রেড চিলিজ। সেই কাজ শেষ করে তবেই নতুন প্রজেক্টে হাত দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।

বিরক্ত রাঘব, পরিণীতিও উদাসীন!

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : চলতি বছরেই জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু করতে যাচ্ছেন বলিউডের অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেত্রী পরিণীতি চোপড়া ও আম আদমি পার্টির নেতা ও সাংসদ রাঘব চাড্ডা। গত ১৩ মে ধুমধাম করে বাগদান সেরেছেন তারা। দিল্লির কাপুরথালা হাউজে ব্যক্তিগত পরিসরে রাঘবের সঙ্গে আংটিবদল করেন পরিণীতি। সেখানে উপস্থিত ছিলেন পরিণীতির বোন প্রিয়াঙ্কা চোপড়াও। বাগদানের পর চলতি বছরের শেষের দিকেই রাঘবের সঙ্গে সাতপাক ঘুরতে চলেছেন বলিউড অভিনেত্রী। তার তোড়জোড়ও শুরু হয়ে গেছে। আপাতত বিয়ের আয়োজন নিয়ে ব্যস্ত যুগল। সব প্রস্তুতি ব্যক্তিগত ভাবে দেখাশোনা করছেন পরিণীতি ও রাঘব দু'জনেই। সম্প্রতি এক ফ্রেমে ধরা পড়লেন চর্চায় থাকা এই যুগল। তবে অন্যান্য বারের মতো এবার ছবি তুলতে একেবারেই রাজি হলেন না তারা। পরিণীতিকে কিছুটা উদাসীন দেখালেও রাঘবের চোখেমুখে বিরক্তির ছাপ স্পষ্ট। তবে কি বিয়ের আগেই অশান্তি শুরু যুগলের মধ্যে?

কালো ট্রাউজার্স ও মেরুন রঙের টপে সেজেছিলেন পরিণীতি, সঙ্গে ছিল কালো রঙের একটি শ্রাগ। চোখে রোদচশমা। অন্যদিকে, বেজরঙা শার্টের সঙ্গে কালো ট্রাউজার্স পরেছিলেন রাঘব। সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া এই ভিডিওতে একেবারেই হাসিখুশি দেখায়নি যুগলকে। তবে কি বিয়ের আয়োজন করতে করতেই বিরক্ত ও ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন তারা? চিন্তায় অনুরাগীরা।

বোন প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার মতো রাজস্থানেই গাঁটছড়া বাঁধতে চলেছেন পরিণীতি। বাগদানের পর বেশ কয়েক দিন ধরেই উদয়পুরের বিভিন্ন হোটেল ঘুরে দেখছিলেন পরিণীতি ও রাঘব। জানা গেছে, অবশেষে চূড়ান্ত হয়েছে বিয়ের জায়গা। উদয়পুরেরওদ্য ওবেরয় উদয়বিলাস- হোটেলে বসতে চলেছে যুগলের বিয়ের আসর। এই হোটেলেই শুটিং হয়েছিল বলিউড ছবি 'ইয়ে জাওয়ানি হ্যায় দিওয়ানি'-এর। একেবারে পাঞ্জাবি রীতিনীতি মেনে হবে দুই তারকার বিয়ে।

মাত্র ২০ বছর বয়সে স্ত্রীর মৃতদেহ দাহ করেন এই অভিনেতা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বলিউডের জনপ্রিয় কৌতুক অভিনেতা রাজপাল যাদব। পর্দায় হাস্যরসের কারণেই ব্যাপক জনপ্রিয় দর্শকমহলে। ইতোমধ্যে ইন্ডাস্ট্রিতে পার করেছেন ২৫ বছর। তবে মাত্র ২০ বছর বয়সে স্ত্রীর মৃতদেহ দাহ করেন এই কৌতুক অভিনেতা। যে যন্ত্রণা আজও বয়ে বেড়াচ্ছেন তিনি। সম্প্রতি সে কথাই প্রকাশ করেছেন রাজপাল যাদব।

বেশ অল্প বয়সেই বিয়ে করেন এই কৌতুক অভিনেতা। সেই ১৯৯১ সালের কথা, সেই সময়অন্য শহরে গিয়ে কাপড়ের কারখানায় কাজ করতেন তিনি। তার প্রথম স্ত্রী তখন অন্তঃসত্ত্বা। মাত্র ২০ বছর বয়সেই সেই স্ত্রীকে হারান এই অভিনেতা। সেই সময় মেয়ের বয়স ১ দিন। সন্তান প্রসব করতে গিয়েই মৃত্যু হয় রাজপাল যাদবের স্ত্রীর। নিজের হাতে স্ত্রীর মৃতদেহ সৎকার করেন। এখনও সেই যন্ত্রণা যেন রয়েছে গিয়েছে তার মনের গহীনে।

এ রপসঙ্গে রাজপাল বলেন, ওই বয়সে আবেগ নিয়ন্ত্রণে থাকে না। এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলাম। কষ্টে করে একটা চাকরি যোগার করেছিলাম কাপড়ের কারখানায়। ভেবেছিলাম সুখের সংসার হবে। কিন্তু স্ত্রী সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে মারা গেল। এক দিন পরেই ওর সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তা আর হয়ে উঠল না। কি কপাল আমার!

প্রথম স্ত্রী মৃত্যুর পরেই শুরু হল তার অভিনেতার হয়ে ওঠার লড়াই। ওন্যাশনাল স্কুল অফ ড্রামঽ-এ পড়াশোনা শেষ করেছেন তিনি। এরপর একাধিক টিভি শো-তে কাজ করেন রাজপাল যাদব। অবশেষে ২০০০ সালে ওজঙ্গল্ভ সিনেমার মাধ্যমে বড় পর্দায় পা রাখেন এই অভিনেতা।

তবে অভিনেতা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে তার সময় লেগে যায় প্রায় ১৩ বছর। পরে ২০০১ সালে একটি সিনেমার শুটিং করতে গিয়ে আলাপ হয় বর্তমান স্ত্রী রাধার সঙ্গে। দুই পরিবারের সম্মতিতেই ২০০৩ সালে ফের সাত পাকে বাঁধা পড়েন রাজপাল যাদব।

যশের যে কথা শুনে লজ্জায় লাল নুসরাত

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ওপার বাংলার জনপ্রিয় জুটি অভিনেতা যশ দাশগুপ্ত ও অভিনেত্রী নুসরাত জাহান আনুষ্ঠানিকভাবে নিজেদের প্রযোজনা সংস্থা ও প্রথম ছবির ঘোষণা করেছেন। নিজেদের নতুন শুরু উপলক্ষ্যে পার্টির আয়োজন করেছিলেন এই জুটি। যেখানে হাজির ছিলেন একঝাঁক তারকা। ছেলে ইশান দাশগুপ্তর নামেই যশ-নুসরাতের প্রযোজনা সংস্থার নাম। যার কারণে এই প্রতিষ্ঠানকেও নিজের 'সন্তান' বলে মন্তব্য করেছেন যশ। শুধু তাই নয়, স্ত্রী নুসরাতকে পাশে নিয়ে এই অভিনেতা আরো যেই মন্তব্য করেছেন সেটা শুনে লজ্জায় লাল হয়েছেন অভিনেত্রী নিজেই। যশ বললেন, 'আমরা যেনো এইভাবে ভালোবাসার সঙ্গে আরও বাচ্চা নিতে পারি।' নায়কের এই মন্তব্য শুনে উপস্থিত অতিথিরাও উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। বাদ যাননি নুসরাতও। তিনিও হাত দিয়ে লজ্জায় মুখ ঢেকেছেন, হেসেছেন। যদিও যশ তাদের প্রযোজন সংস্থাকে সন্তানের সাথে তুলনা করেন।

নায়ক-নায়িকা হিসাবে পর্দা কাঁপিয়েছেন দু'জনে, এবার প্রযোজকের ভূমিকায় দেখা মিলবে একসঙ্গে। প্রযোজক যশ-নুসরাতের প্রথম ছবি 'মেন্টাল'। যেটি একটি পুলিশ কাহিনি নির্ভর সিনেমা। রোহিত শেট্টির ধাঁচে এবার টলিউডে 'কপ ইউনিভার্স' তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে যশরতের। পরিচালনায় থাকবেন বাবা যাদব। ছবিতে যশ-নুসরাত ছাড়াও অভিনয় করবেন সায়ন্তনী ঘোষ। দীর্ঘদিন পর টলিউডে ফিরলেন মুম্বাইয়ের এই বাঙালি অভিনেত্রী। ছবির বাকি কাস্টিং এখনো চূড়ান্ত হয়নি।

উইলিয়ামসনের
মনোযোগ সুস্থতায়

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএলে) প্রথম ম্যাচে গুজরাট টাইটান্সের হয়ে খেলার সময় ডান হাঁটুর লিগামেন্টে চোট পান নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক কেইন উইলিয়ামসন। এরপর থেকে তিনি দীর্ঘদিন যাবত মাঠের বাইরে আছেন। হাঁটুতে অস্ত্রোপচার হওয়ার কারণে আসন্ন বিশ্বকাপে তার খেলা নিয়েও তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা। তবে ভারত বিশ্বকাপে খেলার চেয়ে তার মনোযোগ বেশি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠার দিকে।

এর আগে জানা যায়, আসন্ন বিশ্বকাপে শেষ পর্যন্ত খেলতে না পারলেও দলের সঙ্গে মেন্টর হিসেবে যাবেন উইলিয়ামসন। এবার তিনি নিজেই চোটের সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে জানান। আইপিএলের ম্যাচ চলাকালে তিনি চোটের গভীরতা বুঝতে পারেননি। তিনি বলেন, 'সে সময় খুবই আশাবাদী ছিলাম যে তেমন ক্ষতি হয়নি। তবে এরপর স্ক্যান করে বোঝা গেল ব্যাপারটি কী। বাস্তবতা তখনোই আঘাত করে আসলে। এরপর মনোযোগ অন্যদিকে দিতে হয়।

আপনার পরিকল্পনায় বিশাল পরিবর্তন আনতে হয়। এরপর আবার এমন একটা ব্যাপারের সঙ্গে মানিয়ে নেয়া, যেটি আমার ক্যারিয়ারে নতুন।' চোট থেকে মুক্তির প্রক্রিয়া জানিয়ে তিনি বলেন, 'এ মুহূর্তে সপ্তাহ ধরে ধরে এগোতে চাচ্ছি। এর আগে এমন দীর্ঘমেয়াদি চোটে পড়িনি। তবে যারা পড়েছে, তাদের সঙ্গে কথা বলে একটা ব্যাপার বুঝেছি। আপনি যদি খুব দূরে তাকান, তাহলে ব্যাপারটি বেশ কঠিন হয়ে পড়তে পারে।'

কেইন উইলিয়ামসন এবারই দীর্ঘমেয়াদি কোনো চোটের মুখোমুখি হয়েছেন। তাই এই চোট নিয়ে ব্যাপক আগ্রহ জন্মেছে তার। তাই ইন্টারনেট ঘাটাঘাটি করে এবং অন্যান্য খেলোয়াড়দের সঙ্গে কথা বলে নানা তথ্য সংগ্রহ করছেন তিনি। এ প্রসঙ্গে উইলিয়ামসন জানান, 'আমিই এই চোটে পড়া প্রথম খেলোয়াড় নই, শেষও নই। এটা আসলে একটা প্রক্রিয়া ধরে কাজ করে যাওয়ার ব্যাপার।' তাই ধাপে ধাপে চোট থেকে মুক্তির দিকে এগিয়ে যাওয়ার কথা জানিয়ে তিনি বলেন, 'এক সপ্তাহ লক্ষ্য করে যদি এগোই, ছোট ছোট ধাপ পেরিয়ে যাই, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জয়ই দারুণ অভিজ্ঞতা। তবে এটাও জানতে হবে, পথটা মসৃণ নয়। এ পথে বাধা থাকবেই।'

ওয়ানডে বিশ্বকাপের গত দুই আসরে নিউজিল্যান্ডের সাফল্যের অন্যতম ভরসা ছিলেন উইলিয়ামসন। ২০১৫ সালের পর ২০১৯ সালেও ফাইনাল খেলে নিউজিল্যান্ড। ২০১৫ সালে বড় ব্যবধানে হারলেও পরের আসরে লর্ডসে ক্রিকেট ইতিহাসের অন্যতম সেরা ম্যাচে সুপার ওভারের শেষে ইংল্যান্ডের কাছে হারে কিউইরা। উইলিয়ামসন হন টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড়।

টি-টোয়েন্টিতে ১০ হাজার রানের
মাইলফলকে বাটলার

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : মাইলফলকের সঙ্গে দূরত্ব ছিল মাত্র ৩ রানের। ম্যাচের প্রথম ওভারে নিজের প্রথম বলটির মুখোমুখি হয়েই সেই দূরত্ব ঘুচিয়ে দিলেন জস বাটলার। বাউন্ডারিতেই ধরা দিল কাঙ্ক্ষিত অর্জন। সময়ের সেরা টি-টোয়েন্টি ব্যাটসম্যানদের একজন এই সংস্করণে পূরণ করলেন ১০ হাজার। ইংল্যান্ডের টি-টোয়েন্টি ব্লাস্টের ম্যাচ দিয়ে গত শুক্রবার এই মাইলফলকে নাম লেখান বাটলার। ২০ ওভারের ক্রিকেটে ১০ হাজার রান করা নবম ব্যাটসম্যান তিনি। ইংলিশ ব্যাটসম্যানদের মধ্যে বাটলার ছাড়া এই কৃতিত্ব দেখাতে পেরেছেন আর কেবল অ্যালেক্স হেলস। এই অর্জনের দিনটি বাটলার স্মরণীয় করে রাখেন দুর্দান্ত এক ইনিংস খেলে। ডার্বিশায়ারের বিপক্ষে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে ৩৯ বলে ৮৩ রানের ইনিংস খেলে ল্যাঙ্কাশায়ারকে গড়ে দেন জয়ের ভিত। ওপেনিংয়ে বাটলারের ৮ চার ও ৬ ছক্কার ইনিংসের সঙ্গে তিনে নেমে লিয়াম লিভিংস্টোন করেন ৩০ বলে ৪৭। বৃষ্টিতে ১৫ ওভারে নেমে আসা ম্যাচে ল্যাঙ্কাশায়ার লাইটনিং তোলে ১৭৭ রান। ডার্বিশায়ার ফ্যালকন আটকে যায় ১৫০ রানে। টি-টোয়েন্টি ব্লাস্টে এবার শুরুটা ভালো করতে না পারলেও সবশেষ কয়েক ম্যাচ আপন রূপে ফিরেছেন বাটলার। আগের ম্যাচেও খেলেছেন ৫৪ বলে ৭৪ রানের ইনিংস। আরেকটি ফিফটি করেছেন ২ ম্যাচ আগে। এবার তো নিজের সেরা চেহারায় ফিরলেন ডার্বিশায়ারের বিপক্ষে এই ম্যাচে।

টি-টোয়েন্টিতে ৩৫০ ইনিংস খেলে বাটলারের রান এখন ৩৪.১৬ গড়ে ১০ হাজার ৮০। সেঞ্চুরি করেছেন ৬টি, ফিফটি ৭২টি। স্ট্রাইক রেট তার ১৪৪.৭০। ১০ হাজার রান করা ব্যাটসম্যানদের মধ্যে বাটলারের চেয়ে ভালো স্ট্রাইক রেট আছে কেবল ক্রিস গেইল (১৪৪.৭৫), অ্যালেক্স হেলস (১৪৬.৯৭) ও কাইরন পোলার্ডের (১৫০.৫১)। রানের তালিকায় সবাইকে অনেকটা ছাড়িয়ে শীর্ষে ক্রিস গেইল। ১৪ হাজার ৫৬২ রান ক্যারিবিয়ান এই ব্যাটসম্যানের। ১২ হাজার ৫২৮ রান নিয়ে দুইয়ে শোয়েব মালিক।

রেকর্ড গড়া ম্যাচে ৩০৪ রানে জিতলো জিম্বাবুয়ে

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : অধিনায়ক শন উইলিয়ামসের ১৭৪ রানের সুবাদে ওয়ানডে বিশ্বকাপ বাছাই পর্বে 'এ' গ্রুপে নিজেদের চতুর্থ ও শেষ ম্যাচে রেকর্ড ব্যবধানে জয় পেয়েছে জিম্বাবুয়ে। যুক্তরাষ্ট্রকে ৩০৪ রানের বড় ব্যবধানে হারিয়েছে জিম্বাবুয়ে। নিজেদের ওয়ানডে ইতিহাসে এটিই সবচেয়ে ব্যবধানে জয় জিম্বাবুয়ের। আর বিশ্বের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ব্যবধানে জয় এটি।

সোমবার হারারে স্পোর্টস ক্লাব মাঠে টস হেরে প্রথমে ব্যাটিং করতে নামে জিম্বাবুয়ে। দলীয় ৫৬ রানে প্রথম উইকেট হারায় জিম্বাবুয়ে। ৩২ রান করে ফিরেন ইনোসেন্ট কাইয়া। দ্বিতীয় উইকেটে ১৩১ বলে ১৬০ রানের জুটি গড়েন উইকেটরক্ষক জয়লর্ড গাম্বি ও উইলিয়ামস। গাম্বি ৭৮ রানে থামলেও ওয়ানডে ক্যারিয়ারের সপ্তম সেঞ্চুরি তুলে নেন উইলিয়ামস।

সেঞ্চুরির পর ইনিংসের ৪৯তম ওভারে আউট হবার আগে ক্যারিয়ার সেরা ১৭৪ রান করেন উইলিয়ামস। ১০১ বল খেলে ২১টি চার ও ৫টি ছক্কা মারেন জিম্বাবুয়ের দলপতি। এছাড়া সিকান্দার রাজা ২৭ বলে ৪৮ ও রায়ান বার্ল ১৬ বলে ৪৭ রান করেন। ৫০ ওভারে ৬ উইকেটে ৪০৮ রান করে জিম্বাবুয়ে। নিজেদের ওয়ানডে ইতিহাসে এটি সর্বোচ্চ দলীয় রান জিম্বাবুয়ের।

জবাবে জিম্বাবুয়ের বোলারদের সামনে লড়াই করতে পারেনি যুক্তরাষ্ট্র। ২৫ দশমিক ১ ওভারে ১০৪ রানে অলআউট হয় তারা। দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ২৪ রান করেন অভিষেক পারাদকার। জিম্বাবুয়ের রিচার্ড এনগারাভা-রাজা ২টি করে উইকেট নেন। ম্যাচ সেরা হন উইলিয়ামস।

গ্রুপ পর্বে ৪ ম্যাচের সবগুলোতে জিতে টেবিলের শীর্ষে থেকে সুপার সিক্সে খেলবে জিম্বাবুয়ে।

ইন্টার ছেড়ে ক্যারিয়ারের
নতুন অধ্যায়ে জেকো

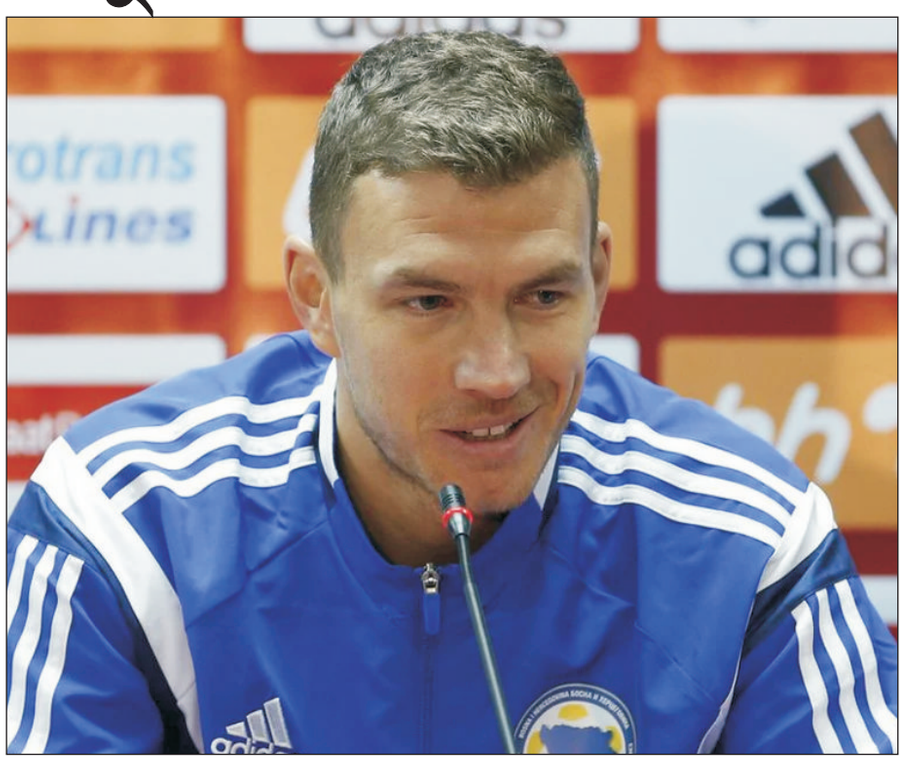

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : কিছুদিন আগে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফাইনালে হারের হতাশাকে সঙ্গী করে ক্যারিয়ারের নতুন অধ্যায় শুরু করছেন এডিন জেকো। ইন্টার মিলান ছেড়ে ফ্রি ট্রান্সফারে ৩৭ বছর বয়সী স্ট্রাইকার যোগ দিচ্ছেন ফেনারবাচেতে।

ম্যানচেস্টার সিটির বিপক্ষে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালই ছিলো ইন্টার মিলানের হয়ে জেকোর শেষ ম্যাচ। ইতালিয়ান ক্লাবটিতে তার দুই বছরের চুক্তি শেষ হয়ে যাচ্ছে এই মাসেই। ইস্তানবুলের ক্লাব ফেনারবাচেতেও জেকোর চুক্তি দুই বছরের।

২০২১ সালে এএস রোমা থেকে ইন্টারে যোগ দিয়েছিলেন জেকো। মিলানর ক্লাবটির হয়ে ১০১ ম্যাচে তার গোল ৩১টি। লিগ শিরোপার স্বাদ না পেলেও জিতেছেন দুটি করে ইতালিয়ান সুপার কাপ ও কোপা ইতালিয়ার শিরোপা।

সিনিয়র ফুটবলে প্রায় ২০ বছরের ক্যারিয়ারে ভলফসবুর্গের হয়ে বুন্ডেসলিগা ও ম্যানচেস্টার সিটির হয়ে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের শিরোপার দেখা পেয়েছেন তিনি। ক্লাব ক্যারিয়ারে গোল করেছেন তিনি তিনশর ওপর।

বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার হয়ে ১২৯ ম্যাচের বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ারে ৬৪ গোল করেছেন তিনি। দেশটির হয়ে সবচেয়ে বেশি গোলের রেকর্ড তারই। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিদায়ী বার্তায় জেকো কৃতজ্ঞতা জানান ইন্টারকে।

তিনি বলেন, বিদায় ইন্টার, গত দুটি বছর ছিল অসাধারণ। দুর্দান্ত এক পথচলা ছিল এটি। এখন আমাদের বিচ্ছেদ হচ্ছে, তবে সবকিছুর জন্য ধন্যবাদ।"

তুরস্কের সুপার লিগে ২০১৪ সালের পর আর শিরোপা জিততে পারেনি ফেনারবাচে। গত মৌসুমে তারা রানার্স আপ হয়।

পৃথ্বী শ'র বিরুদ্ধে স্বপ্নার হেনস্থার অভিযোগ,
প্রমাণ পায়নি পুলিশ

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ভারতীয় ক্রিকেটার পৃথ্বী শ'র বিরুদ্ধে হেনস্থার অভিযোগ এনেছিলেন সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার স্বপ্না গিল। তার দাবি ছিল, মুম্বাইর আঁধেরির একটি পানশালায় পৃথ্বী ও তার বন্ধুরা তাকে হেনস্থা করেছেন।

তবে সোমবার মুম্বাই পুলিশ জানিয়েছে তারা এই অভিযোগের কোনো সত্যতা খুঁজে পায়নি।

তবে গিলের আইনজীবী আলি কাশিফ খান আদালতের কাছে ওই হেনস্থার ভিডিও ফুটেজ উপস্থাপন করার আবেদন জানান। এই আবেদনের প্রেক্ষিতে ২৮ জুন সেই ফুটেজ আদালতে উপস্থাপন করতে পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর আগে পৃথ্বী শ'কে সেলফি তোলার আবেদন নিয়ে তর্কাতর্কির জেরে আক্রমণ করার অভিযোগে গত ফেব্রুয়ারিতে স্বপ্নাকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। পরে মুক্তি পেয়ে পৃথ্বীর বিরুদ্ধে হেনস্থার অভিযোগ আনেন স্বপ্না।

টিম ইন্ডিয়ার ভবিষ্যতের
অধিনায়ক বেছে নিলেন শাস্ত্রী

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : টিম ইন্ডিয়ার ভবিষ্যতের অধিনায়ক বেছে নিলেন দলটির সাবেক কোচ রবি শাস্ত্রী। টি-২০ ক্রিকেটে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে নজর কেড়েছেন হার্দিক পাণ্ডিয়া। বেশ কয়েকটা টি-২০ সিরিজে ভারতীয় দলকেও নেতৃত্ব দেন। এবার শুধু ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটে নয়, সাদা বলের ক্রিকেটে হার্দিককে অধিনায়ক হিসেবে দেখতে চান শাস্ত্রী। তিনি মনে করেন, চোটের পর আর টেস্ট ক্রিকেটের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া সম্ভব নয় জুনিয়র পাণ্ডিয়ার। তাই সাদা বলের ক্রিকেটেই ফোকাস করা উচিত। আসন্ন বিশ্বকাপের পর আর রোহিত শর্মাকে অধিনায়ক হিসেবে দেখতে চান না ভারতের সাবেক এই কোচ। নতুন অধিনায়ক হিসেবে তার বাজি হার্দিক। রবি শাস্ত্রী বলেন, কোনও রাখঢাক না করেই বলছি, রোহিতের শরীর আর টেস্ট ক্রিকেটের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারবে না। তাই পাণ্ডিয়ার সাদা বলের ক্রিকেটে ফোকাস করা উচিত। আমার মতে, বিশ্বকাপের পর সাদা বলের ক্রিকেটে হার্দিককে অধিনায়ক করে দেওয়া উচিত। রোহিত বিশ্বকাপে ভারতকে নেতৃত্ব দিক, সেই নিয়ে কোনও প্রশ্ন নেই। তবে বিশ্বকাপের পর ব্যাটন হার্দিকের হাতে তুলে দেওয়া উচিত।

আসন্ন বিশ্বকাপের দলে প্রথম ছয়ে অন্তত দুইজন বাঁ হাতি ব্যাটারকে দেখতে চান শাস্ত্রী। তবে একদিনের দলে সঞ্জু স্যামসনকে রাখার সমর্থনে তিনি। তিনি মনে করেন, আন্তর্জাতিক মঞ্চে এখনও নিজেকে সেইভাবে মেলে ধরতে পারেননি সঞ্জু। শাস্ত্রী বলেন, সঞ্জু এখনও নিজের সেরাটা দিতে পারেনি। সে ম্যাচ উইনার। কিন্তু কিছু যেন মিসিং। সে যদি ভাল জায়গায় থেকে ক্যারিয়ার শেষ না করতে পারে, তাহলে আমি খুব হতাশ হব। যখন আমি কোচ ছিলাম, রোহিত শর্মা আমাদের টেস্ট দলের নিয়মিত সদস্য না হলে যেমন হতাশ হতাম। ঠিক তেমনই।

ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফর:
দল ঘোষণা ভারতের, বাদ পড়লেন পূজারা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের জন্য টেস্ট এবং ওডিআই সিরিজের দল ঘোষণা করল বিসিসিআই। টেস্ট দল থেকে বাদ পড়েছেন চেতেশ্বর পূজারা। অন্যদিকে, বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে ফর্মে ফেরার পর ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে সহ-অধিনায়কের দায়িত্বে ফিরেছেন রাহানে। বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে মোহম্মদ শামি এবং উমেশ যাদবকে। টেস্ট এবং ওডিআই দলে সুযোগ পেয়েছেন পেসার মুকেশ কুমার। সুযোগ পেয়েছেন ঋতুরাজ গায়কোয়াড় এবং যশস্বী জয়সওয়ালও। দলে ফিরেছেন নভদীপ সাইনি। ওডিআই দলে সুযোগ পেয়েছেন সঞ্জু স্যামসন, উমরান মালিক, জয়দেব উনাদকাট। দুই ফরম্যাটেই ভারতীয় দলের অধিনায়কত্ব করতে দেখা যাবে রোহিত শর্মাকই। তবে টি-২০ দল এখনও ঘোষণা করেনি ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। সেখানেও কিছু নতুন মুখ দেখা যেতে পারে বলে জানা গেছে।

টেস্ট দল: রোহিত শর্মা (অধিনায়ক), অজিঙ্ক রাহানে (সহ অধিনায়ক), শুভমান গিল, ঋতুরাজ গায়কোয়াড়, বিরাট কোহলি, যশস্বী জয়সওয়াল, কেএস ভরত, ঈশান কিষান, রবিচন্দ্রন অশ্বিন, রবীন্দ্র জাদেজা, শার্দূল ঠাকুর, অক্ষর প্যাটেল, মহম্মদ সিরাজ, মুকেশ কুমার, জয়দেব উনাদকাট, নভদীপ সাইনি।

ওডিআই দল: রোহিত শর্মা (অধিনায়ক), হার্দিক পান্ডেয়া (সহ অধিনায়ক), শুভমান গিল, ঋতুরাজ গায়কোয়াড়, বিরাট কোহলি, সূর্যকুমার যাদব, সঞ্জু স্যামসন, ঈশান কিষান, শার্দূল ঠাকুর, রবীন্দ্র জাদেজা, অক্ষর প্যাটেল, যুজবেন্দ্র চাহাল, কুলদীপ যাদব, জয়দেব উনাদকাট, মহম্মদ সিরাজ, উমরান মালিক, মুকেশ কুমার।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR